দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN. 7 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

590

ঢাবি শিক্ষকের যৌন নিপীড়ন

তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ছাত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক শহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ছাত্রী তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এদিকে শহীদুজ্জামান অভিযোগকারীকে 'চেনেন না' বলে তদন্ত কমিটির সামনে বলেছেন। তদন্ত কমিটি দীর্ঘ এক মাস ধরে ১৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে এবং শহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে আনীত বেশ কয়েকটি অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ '৭৩ অনুযায়ী "নৈতিকতাবিরোধী আচরণের জন্য" শহীদুজ্জামান বহিষ্কৃত হতে পারেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আগামী ৯ জানুয়ারি রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দীর্ঘ এক মাস যাবত অধ্যাপক এম শহীদুজ্জামানের লোক প্রশাসন বিভাগের জনৈক ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণের ঘটনা নিয়ে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্যাম্পাসে 'যৌন নিপীড়ন'বিরোধী মুভমেন্ট তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে 'ঢালাওভাবে শিক্ষক অবমাননা'র প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্ত ক্ষুণ্নের প্রতিবাদে 'সচেতন ছাত্রছাত্রীদের' ব্যানারে মিছিল-সমাবেশ হয়েছে। জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিষয়টি আলোচনার ঝড় তুলেছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

তদন্ত কমিটির কাছে-

(৮-এর পাতার পর)

পেশের পর হয়ত এই বিষয়ে সকল জল্পনা-কল্পনা ও উত্তেজনা প্রশমিত হবে।

তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা গেছে, অধ্যাপক শহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে অশোভন আচরণের বেশ কয়েকটি অভিযোগ ছিল। এর মধ্যে গুরুতর অভিযোগ ছিল লোক প্রশাসন বিভাগের জনৈক ছাত্রীর অভিযোগটি। এই অভিযোগটিই ক্যাম্পাস উত্তপ্ত করে তোলে। কমিটি এ পর্যন্ত ১৫ জনের সাক্ষ্য নিয়েছে। এসব সাক্ষ্য নাকি খুবই তথ্যবহুল। তদন্ত কমিটি একটি তৃতীয় স্থানে (অভিযোগকারীর বাসায় নয় এবং ক্যাম্পাসেও নয়) অভিযোগকারীর বক্তব্য শুনেছে। অভিযোগকারী এই ছাত্রী তদন্ত কমিটিকে জানিয়েছে 'অধ্যাপক শহীদুজ্জামান তাকে যৌন হয়রানি করেনি তবে জড়িয়ে ধরেছিল'। অভিযোগকারী ছাত্রীটি বক্তব্য দেয়ার এক পর্যায়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অন্যদিকে অধ্যাপক শহীদুজ্জামান তদন্ত কমিটিকে বলেছে, অভিযোগকারীকে তিনি 'চেনেন না'। কিছুদিন আগে শহীদুজ্জামানের পারিবারিক সূত্র জনকণ্ঠকে এই ছাত্রীর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ পাওয়ার পর অধ্যাপক শাহাদত আলীকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সদস্য সচিব হলেন রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সেলিম। সদস্যরা হচ্ছেন- অধ্যাপক আ. ফ ম, ইউসুফ হায়দার, এ্যাডভোকেট সৈয়দ আহমেদ ও কাজী আফরোজ জাহান আরা। তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে শহীদুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর সিন্ডিকেট একটি 'বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' গঠন করবে। ট্রাইব্যুনাল দু'পক্ষের বক্তব্য 'ক্রস চেক' করে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে। এরপর সিন্ডিকেট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক শাহাদত আলী বলেছেন, 'বিষয়টি খুবই সেনসেটিভ। যে কারণে খুঁটিনাটি সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তলিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটির বেশি সময় লাগছে। তবে রিপোর্ট প্রায় চূড়ান্ত , আসামী ৯ জানুয়ারির কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারব বলে আশা করছি'। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছন' আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার কোন সুযোগ নেই। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপদেশ' '৭৩ যে পথ নির্দেশ করবে সেই পথেই যেতে হবে।'

জানা গেছে, আরও অনেক অভিযোগ এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আছে। এই আন্দোলন নিছক দুরভিসন্ধি এবং এনজিও ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপ্রেরণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যেই পরিচালিত বলে মনে হচ্ছে।